আজকের কাগজ
তারিখ ... 24-SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

# বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্র সমাজ

সুভাষ চন্দ্র দে

'Education is the manifestation of perfection already in man' — মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনাই শিক্ষা। মানুষের মনের মধ্যে অনন্তের পানে ছুটে চলার এক তীব্র সহজাত প্রবণতা আছে ধনী মানুষ চায় সে অনন্ত ধনের অধিকারী হবে, ইন্দ্রিয় বিলাসী আরও বেশি সুখভোগের লালসা করে, যে ব্যক্তি ক্ষমতাসীন সে চায় আরও ক্ষমতা তার হস্তগত হোক, বিজ্ঞানী প্রকৃতির রহস্য আরও বেশি ভেদ করে চলছে অক্লান্ত প্ররিশ্রমের বিনিময়ে, খেলাধূলার জগতে প্রত্যেকে চাইছে কি করে আরও বেশি ideal বা perfection-এর নিকটবর্তী হওয়া যায়। এই perfection বা পূর্ণতার নিকটবর্তী হওয়ার সাধনাই শিক্ষা। এই আদর্শের নিকটবর্তী হতে গেলে কত ধৈর্য কত মানসিক সহ্য, ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন হয় তা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরই গভীরভাবে বোঝা দরকার। কোনো shortcut পথ নেই এ ক্ষেত্রে। কেবলমাত্র পরিশ্রমী, বিনয়ী ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাই সফল কাম হয়।

আমাদের দেশে শিক্ষার মান নিম্ন। বাস্তবমুখী এবং হাতে-কলমে শিক্ষা আমরা পাই না। শিক্ষার মান উঁচু হবে না নীচু হবে তা 'সিলেবাস' ছাড়াও আরও যে ক'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত শিক্ষকের শিক্ষাদান করার যোগ্যতা আছে কিনা দেখা দরকার। যারা যথার্থ শিক্ষক তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি যথেষ্ট আছে। কিন্তু আজ বৃহত্তর শিক্ষক, অধ্যাপক সমাজের দিকে তাকালেই দেখা যাবে তার বিরাট একটা অংশের শিক্ষাদানের যোগ্যতা নেই। দ্বিতীয়ত ইদানিং প্রাইভেট টিউশনের প্রচলন এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, যদিও বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকার এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন, তবুও এ ব্যাপারটি সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে সমগ্র অভিভাবক সমাজের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে বলে এই প্রবণতাকে প্রশমিত করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে যে, প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়লেই কেবলমাত্র ভাল ফল করা যায় ও দিকে কোনো কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্কুল বা কলেজে নিজেকে ক্লাসে কর্তব্য কর্মে অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। স্কুল, কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউকে শিক্ষক/অধ্যাপক পদে নিয়োগ করার ব্যাপারেও রাজনীতি প্রবেশ করে শিক্ষার মান যে অত্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে সে কথা বিশদভাবে বলার দরকার নেই। তবে নিম্ন বুনিয়াদি এমনকি মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষার মান অবনতি হবার পিছনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। তা হলো ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদি করে নতুন নতুন বই নির্দিষ্ট করে দিয়ে গ্রামীণ-বিদ্যালয়গুলোতে সেই সব বইয়ের পর্যাপ্ত সরবরাহ না করা। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রেও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এমন কতোগুলো বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যে, ঐ সমস্যাগুলো না থাকলে উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণামূলক কাজের মান নিঃসন্দেহে উন্নততর হতো। আমাদের দেশে শিক্ষাকে ব্যবহার কুশল করে তোলার চেষ্টা তেমন করা হয়নি। সে কারণে উচ্চ শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে প্রধানত অধ্যাপনার রাস্তাই খোলা থাকে। যারা অধ্যাপনার জন্যে সরকার নির্দিষ্ট যোগ্যতামান অর্জন করতে পারে না তাদের আশা কম। ওদিকে কৃষি, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রেও পূর্বের চেয়ে ঢের বেশি বেকার যুবক-যুবতী সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই সুযোগ দক্ষতার সাথে গ্রহণ করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

আর একটি বিশেষ আশংকনীয় ঘটনা হলো মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে গবেষণার বেশি সুযোগ পাওয়ার আশায় ব্যাপকহারে স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে, আর তার মধ্য হতে কয়জন ফিরে আসে দেশ মাতৃকার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতাবোধে? এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে বিদেশ যাত্রার এই প্রবণতা ভালো এবং এই প্রবণতাকে দমন করা মূর্খতা, কিন্তু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন না করাও জাতির প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং অন্যায়। আমাদের জাতীয় উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হলে ছাত্রদের এই প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হবে বলে মনে হয়। বিদেশে গমনোদ্যত ছাত্র

**আজ যে কিশোরটি যুবক হয়ে উঠলো, তার চিন্তা শক্তির বিকাশ হলে পরে সে যখন একটা মানসিক অবলম্বন চায় তখন তাকে নোংরা রাজনীতি, সামাজিক দুর্নীতি, অপসংস্কৃতি আর ভয়াবহ নিন্দার ডালি উপহার দেয়া হয়। অনিবার্যভাবে সে অশ্লীল চলচ্চিত্রে, মাদক, ড্রাগকে নিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য থাকে। কিন্তু কি সেই আদর্শ যা নিমজ্জমান যুব তথা ছাত্র-সমাজকে ফিরিয়ে দেবে তার হারানো আত্মচেতনা, স্তিমিত মনুষ্যত্ব, বেঁচে থাকার ওজস্বিতা আর নির্মল প্রশান্তি যা তার যাবতীয় কু-প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে ক্রমশ একটি দিব্য সত্তায় তাকে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা জাতিকে টেনে তুলে নেবে?**

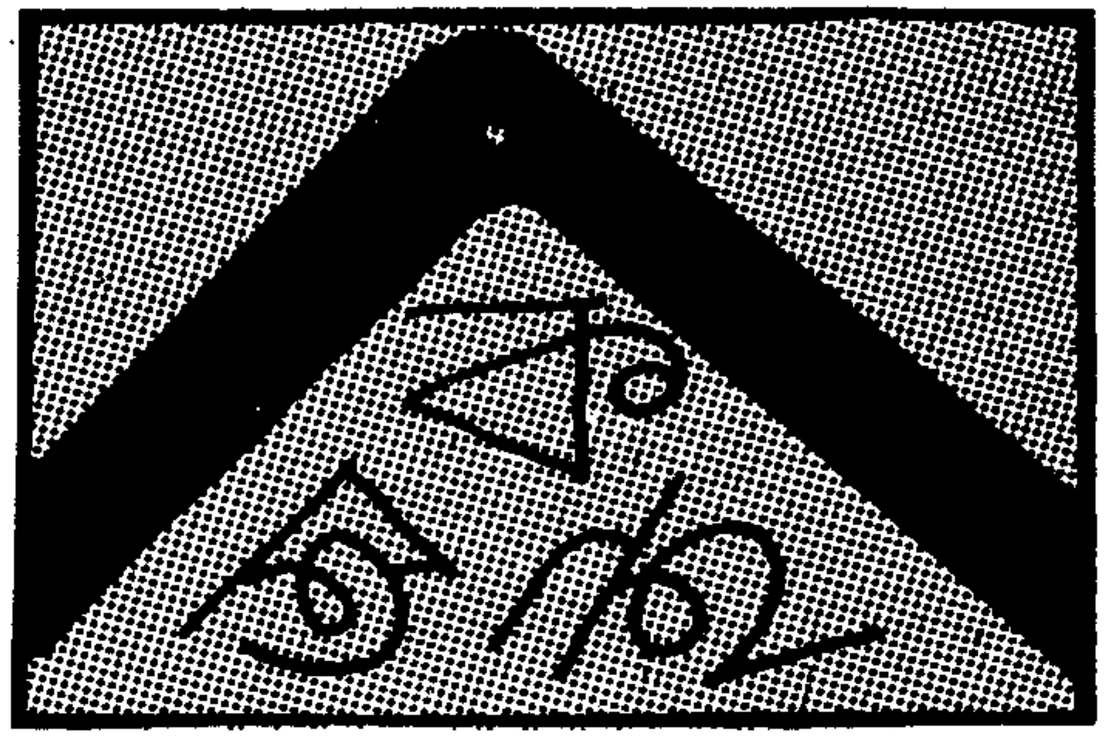



শক্তির বড়ো অংশ যদি অন্য জাতির সেবায় নিবৃত্ত না হয়ে স্বজাতির সেবায় ও স্বদেশের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হয় তা হলে আমার বিশ্বাস আমরা আজকের ছাত্রসমাজ বাংলাদেশকে আরও উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারবো। মোট কথা যে করেই হোক এই মস্তিষ্ক চালনা রোধ করা সরকার এবং দেশের শিক্ষা সচেতন মানুষের একান্ত কর্তব্য। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলে। জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মান, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলোতে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাল্যকাল হতেই ব্যবহার কুশলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ঐ সব দেশের বিদ্যালয়গুলোতে মানসিক প্র... অনুযায়ী সকল ছাত্র-ছাত্রীকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন খাতে পরিচালিত করা হয় এবং সেইভাবেই গড়ে তোলা হয়। পরিষ্কারভাবে একটা কথা আমাদের বোঝা দরকার যে বাংলাদেশের মতো ছোট দেশের বার কোটি মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গেলে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে কোনো কিছু করা বৃথা, আমাদের নিজেদের মতো করে ভাবতে হবে, করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে হতে হবে যেনো ছাত্ররা বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার কুশল এবং আদর্শানুগ হয়ে উঠতে পারে। কোনো রকমে ভবিষ্যত জীবনের একটা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে ব্যাকুল এই ছাত্র সমাজের কোনো আদর্শকে ঘিরে নিজের জীবন তৈরি করার সময় নেই, তেমনি তার সামনে কোনো অনুকরণীয় আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টাও নেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়। যেটুকু আছে তা বিদেশীভাবে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

বাস্তবিকই বর্তমান ছাত্র সমাজের সামনে এক কঠোর পরীক্ষা। পড়াশুনার পরীক্ষাই কেবল নয়, আদর্শের কষ্টিপাথরে নিজের মনুষ্যত্বকে যাচাই করে নেবার পরীক্ষা ছাত্রানাং অধ্যায়নং তপ' শুনেও পড়াশুনায় মন দিতে ইচ্ছে হয় না, কারণ পরীক্ষার সময় নকল করার সুযোগ রয়েছে। আরেকটি ধ্বংসাত্মক পাশ্চাত্য অনুকরণ আমাদের ছাত্র সমাজকে দিন দিন ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। আর তা হলো মাদক দ্রব্য, ড্রাগ, পর্নোগ্রাফী, ভিডিও, ছিনেমায় অশ্লীল ছবি প্রদর্শন ইত্যাদি। আর্থিক অভাব অনটন, দুর্বিষহ বেকার জীবন, প্রেমের বিচ্ছেদ অর্থাৎ দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক দুরবস্থাকে ভুলে থাকার জন্যে ছাত্র সমাজ আজ মাদক দ্রব্য, ড্রাগকে হাতে নিয়েছে। অর্থ লিপ্সায় পাগল অথচ অত্যন্ত বুদ্ধিমান পাষণ্ড স্বভাব কিছু মানুষের আন্তর্মহাদেশীয় কয়েকটি চক্র এই মদ, ড্রাগ, অশ্লীল, ছবি সরবরাহ করে আমাদের ছাত্র সমাজকে রুগ্ন, হীনবীর্য ও শক্তিহীন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আর ঐ ধ্বংসাত্মক পথে পা দিয়ে অকালে ঝরে যায় অনেক মেধাবী ছাত্রের জীবন। আরেকটি ধ্বংসের দিক হলো শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের রাজনীতি। আমার মতে ছাত্র সমাজের রাজনীতি কোনো বিশেষ দলের লেজুর বৃত্তি হওয়া উচিত নয় বরং দেশের সমগ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন এবং ছাত্র সমাজের বেকারজীবনের অবসান, দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। আজকের ছাত্র সমাজ দুর্বল, আত্মসম্মানবোধহীন বিপথগামী হয়ে কায়েমী স্বার্থান্ধ কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের খেলার সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের বর্জুয়া রাজনীতির পাল্লায় পড়ে আমরা এক ভাই আরেক ভাইকে খুন করছি। একটার পর একটা মায়ের কোল খালি করেই যাচ্ছি। অথচ ঐ সকল স্বার্থান্বেষী শকুনিরা আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের সন্তানদের দেশের বাইরের ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করায় কারণ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নরপিশাচদের সন্তানদের উপযুক্ত নয়। আর আমরা দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটিতে অধ্যায়ন করেও এই বোধটুকু জাগ্রত করতে পারিনি। 'হায়রে বাংলাদেশের রাজনীতি, আমি ভীষণ ভয় করি তোমাকে বাবা, নমস্কার তোমাকে শতবার।'

আজ যে কিশোরটি যুবক হয়ে উঠলো, তার চিন্তা শক্তির বিকাশ হলে পরে সে যখন একটা মানসিক অবলম্বন চায় তখন তাকে নোংরা রাজনীতি, সামাজিক দুর্নীতি, অপসংস্কৃতি আর ভয়াবহ নিন্দার ডালি উপহার দেয়া হয়। অনিবার্যভাবে সে অশ্লীল চলচ্চিত্রে, মাদক, ড্রাগকে নিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য থাকে। কিন্তু কি সেই আদর্শ যা নিমজ্জমান যুব তথা ছাত্র-সমাজকে ফিরিয়ে দেবে তার হারানো আত্মচেতনা, স্তিমিত মনুষ্যত্ব, বেঁচে থাকার ওজস্বিতা আর নির্মল প্রশান্তি যা তার যাবতীয় কু-প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে ক্রমশ একটি দিব্য সত্তায় তাকে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা জাতিকে টেনে তুলে নেবে?

সুভাষ চন্দ্র দে : কলাম লেখক।